সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রয়-বিক্রয় ও শ্রমের মজুরি প্রভৃতি এ জাতীয় অধিকার যা দ্বিপক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে কার্যকর হয়ে থাকে। এ অধিকার যদি কোনো এক পক্ষ আদায় করতে ব্যর্থ হয় অথবা সে ক্ষেত্রে কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি হয়, তাহলে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে তার সুরাহা করা যেতে পারে।

কিন্তু সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, কারো নিজ বংশের ইয়াতিম ছেলে-মেয়ে এবং আত্মীয়-স্বজনের পারস্পরিক অধিকার আদায় হওয়া নির্ভর করে সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতার উপর। এসব অধিকার তুলাদন্ডে পরিমাপ করা যায় না। কোন চুক্তির মাধ্যমেও তা নির্ধারণ করা দুষ্কর। সুতরাং এসব অধিকার আদায়ের জন্য আল্লাহ ভীতি এবং আখিরাত ভয় ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন উত্তম উপায় নেই আর একেই বলে "তাকওয়া"।

বস্তুত: "তাকওয়া" দেশের প্রচলিত আইন ও প্রশাসনিক শক্তির চেয়ে অনেক বড়।

পবিত্র কুরআনের সূরা আন নিসা আয়াত নাম্বার ১ এ উল্লেখ হয়েছে :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

হে মানব মন্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেন। তিনি তাদের দুজন হইতে বহু নরনারী ছড়াইয়া দেন এবং আল্লাহকে ভয় কর যাহার নামে তোমরা একে অপরের নিকট অধিকার দাবি করো। এবং সতর্ক থাকো বন্ধন সম্পর্কে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।